তারিখ 23 JAN [illegible]
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি

● প্রত্যাখ্যান শিক্ষক সংগঠনগুলোর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা ৫ গুণ বৃদ্ধি করে ১০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা ভাতাও ১৫০ টাকার স্থলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩০০ টাকা করা হয়েছে। দীর্ঘ ২৮ বছর পর শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাড়ল। চলতি জানুয়ারি থেকেই এই সুবিধা পাবেন শিক্ষকরা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল দুপুরে নিজ মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকদের এসব আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর ঘোষণা দেন। তবে জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলো শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা বলেছেন, বাস্তবতার নিরিখে বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে। ৫০০ টাকা কোন বাড়িভাড়া হতে পারে না এই টাকায় [illegible]

ভাতা : পৃষ্ঠা : ২ ক

ভাতা : বৃদ্ধি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দেশের কোথাও একটি কক্ষও ভাড়া পাওয়া যাবে না। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মজীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) ২৬ হাজার ৪৭টি বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ৪ লাখ ৫২ হাজার ৫৯০ জন এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ১ হাজার ৬০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৩ হাজার ২৫৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতার বৃদ্ধির এই সুবিধা পাবেন। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা ১৯৮০ সাল থেকে এমপিওভুক্ত হন বলে মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, তারা সুদীর্ঘ ২৮ বছর ধরে ১০০ টাকা হিসেবে বাড়িভাড়া পাচ্ছেন। তাদের চিকিৎসা ভাতা প্রথমে মাসিক ৬০ টাকা, পরে ১০০ টাকা এবং ১৫০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়, যা খুবই অপ্রতুল। এ টাকার পরিমাণ আরো বাড়ানোর প্রয়োজন। প্রয়োজন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের ভাতা বাড়ানো। প্রয়োজন সহকারী গ্রন্থাগারিকদের এমপিওর ব্যবস্থা করা। নানা আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার শিক্ষকদের বিষয়গুলো অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে প্রায় ২৪৪ কোটি টাকা সংস্থান করেছে। সে টাকা দিয়ে সরকার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এসব সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবনের ক্ষেত্রে এটি বিশাল প্রাপ্তি। শিক্ষকতাকে একটি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়। আদর্শ, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও পেশার মর্যাদা [illegible]। নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ শিক্ষক গড়ার সুযোগ। এদের বেতন বর্ধিত ও প্রত্যাশিত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এখনও আমরা যেভাবে দিতে পারিনি। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষকদের দুঃখকষ্ট লাঘবে সবসময় আন্তরিক। তাই যে প্রয়াস আমরা নিয়েছি। আমরা শিক্ষক-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করি। মাসে ৫০০ টাকায় বর্তমানে বাসা ভাড়া পাওয়া দুষ্কর হলেও ভাতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষকরা খুশি হবেন বলে আশা করছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, আমরা এই ভাতা বাড়ানোর ফলে শিক্ষকরা খুশি হবেন এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তারা উৎসাহ পাবেন।

সহকারী গ্রন্থাগারিকেরাও এমপিওভুক্ত

শিক্ষামন্ত্রী জানান, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ প্যাটার্নভুক্ত থাকলেও তাদের এমপিওভুক্তি করা হয়নি। এবারই প্রথম (চলতি মাস থেকেই কার্যকর) তাদেরকে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে।

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ভাতা দ্বিগুণ

মন্ত্রী বলেন, সুদীর্ঘকাল ধরে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা ৫০০ টাকা করে মাসিক ভাতা পেয়ে আসছেন, যা খুবই অপ্রতুল। এদের ভাতা দ্বিগুণ করে অর্থাৎ ১ হাজার টাকায় উন্নীত করা হলো। দেশের ১ হাজার ৫১৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ২ হাজার ৭৬ জন শিক্ষক চলতি জানুয়ারি থেকেই এ সুবিধা পাবেন বলেও তিনি জানান।